সফলতার জন্য চাই উত্তম পরিকল্পনা

বই	সফলতার জন্য চাই উত্তম পরিকল্পনা
মূল	শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
অনুবাদ ও সম্পাদনা	আব্দুল্লাহ ইউসুফ
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

সফলতার জন্য চাই উত্তম পরিকল্পনা

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

রুহামা পাবলিকেশন

সফলতার জন্য চাই উত্তম পরিকল্পনা

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

শাওয়াল ১৪৪০ হিজরি / জুন ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

rokomari.com

wafilife.com

মূল্য : ১০৭ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhama.shop

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

সফলতা—কৃতকার্যতা বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা। বিভিন্ন শব্দে আমরা সফলতাকে ব্যাখ্যা করি। আবার একেক জনের সফলতা হয় একেক রকম। কেউ উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে সত্যিই সফল হন। কেউ আবার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করেও সত্যিকার অর্থে সফল নন।

পাঠক, আপনি যদি ফুটপাত থেকে 'ইউ ক্যান উইন' শ্রেণির বইপড়ুয়া কেউ হন, তবে বলব না যে, এ বইতে আপনার জন্য খোরাক নেই। বরং সত্য হচ্ছে, যারা বস্তুবাদী জীবনের সফলতার পেছনে ছুটছেন, তাদের জন্য এ বইতে যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত আছে। আছে করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা। আছে সাহস ও উৎসাহে ভরপুর হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ। কিন্তু সবশেষে আপনি যে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করেও সত্যিকার অর্থে সফল না হওয়ার দলে পড়ে যাবেন। আখেরে আপনি সফল হয়েও অসফল রয়ে যাবেন। তাই পরিকল্পনার আগেই আমাদের দরকার একটি উত্তম লক্ষ্য নির্ধারণ করা।

আমাদের সবার লক্ষ্যই হয়ে থাকে ভবিষ্যৎ নিয়ে। কেউ এমনটা বলেন না যে, তিনি অতীত নিয়ে পরিকল্পনা করেন বা স্বপ্ন দেখেন। বরং সবাই ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন, ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখেন। আমাদের স্বপ্ন যেহেতু ভবিষ্যৎ নিয়েই। তবে কেন চূড়ান্ত ভবিষ্যতই আমাদের লক্ষ্য হবে না?

আপনি জীবনে সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখেন—জীবনে আপনি এত এত টাকার মালিক হবেন; আপনার সুন্দর বাড়ি থাকবে; দামি গাড়ি থাকবে। এমনটাই যদি আপনার স্বপ্ন হয়ে থাকে, তবে আপনার ও আপনার স্বপ্নের মাঝে আমার একটি কথা আড়াল হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। আমার সে কথাটি হচ্ছে, এর নামই কি সফলতা?

চূড়ান্ত ভবিষ্যৎ কোনটি?

- আখিরাতের জীবন।

আসল সফলতা কোনটি?

- জান্নাতে প্রবেশ করা।

সফলতার বিপরীত শব্দ বিফলতা, ক্ষতিগ্রস্ততা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

'সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের।'[১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *

'কিন্তু রাসুল আর তাঁর সাথে যাঁরা ইমান এনেছে, তাঁরা তাঁদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে। আর সে সব লোকেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তাঁরাই সফলকাম। আল্লাহ তাঁদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ, তারা তাতে চিরকাল থাকবে। এটাই হলো বিরাট সফলতা।'[২]

১. সুরা আল-আসর : ১-৩

২. সুরা আত-তাওবা : ৮৮-৮৯

সফলতা নিয়ে পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে দুটি জায়গা থেকে উদ্ধৃতি দিলাম। বোঝা যাচ্ছে, ইমান আনা ও সৎকর্ম করা সফলতার ভিত্তি। আর জান্নাত লাভ করা হচ্ছে সফলতা।

তাই আমরা যদি সফল হয়েও অসফল না হতে চাই। যদি চাই সত্যিকার অর্থে সফল হতে। যদি চাই চূড়ান্ত সফলতা নিজের করে পেতে। তবে আমাদের লক্ষ্য হবে জান্নাত। আর আমাদের পরিকল্পনা হবে জান্নাত লাভ করা নিয়ে।

এ বইয়ের যা কিছু কল্যাণকর, তা কেবলই আল্লাহর দান। আর যা কিছু অকল্যাণকর, তা শয়তানের প্ররোচনা ও আমাদের ত্রুটি। আল্লাহ আমাদেরকে বইটি দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

দুআপ্রার্থী
আব্দুল্লাহ ইউসুফ

সূচিপত্র

লেখকের কথা ১১
মানবজীবনে পরিকল্পনার গুরুত্ব ১৩
আপনি কোন স্বপ্নটি বাস্তবায়ন করতে চান? ১৭
পরিকল্পনার আছে নানান ধরন ২৩
প্রত্যেক যুবকই এক একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম ২৭
প্রতিভা বিকাশে কিছু নির্দেশনা ২৯
পরিকল্পনা যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে ৩২
কীভাবে আপনার পরিকল্পনা শুরু করবেন? ৩৩
উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণে নীতিমালা ও সতর্কতা ৩৯
পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার কারণসমূহ ৫৬
পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উচ্চ মনোবলের অধিকারী ও সফল যারা ৬৯
পরিশিষ্ট ৭৬

লেখকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে নিরর্থক সৃষ্টি করেননি; বরং তিনি মানুষকে মহান এক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন যেন তারা পৃথিবীতে যথাযথভাবে তাঁর ইবাদত-বন্দেগি করে। আল্লাহ বলেন : أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا 'তোমরা কি ধারণা করো যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি?' অর্থাৎ তোমরা কি এ ধারণা করো যে, আমি তোমাদের অযথা সৃষ্টি করেছি। তোমরা শুধু পানাহার, আনন্দ-ফূর্তি ও পার্থিব ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হবে! আর আমিও তোমাদের ছেড়ে দেবো? তোমাদের কোনো আদেশ-নিষেধ করব না এবং প্রতিদান বা শাস্তিও প্রদান করব না?

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

'তোমরা কি ধারণা করো যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না।'[৩]

فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

'মহিমান্বিত আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।'[৪]

উদ্দেশ্যহীন কোনো কিছু সৃষ্টি করার—এমন ভ্রান্ত চিন্তা থেকে তিনি পবিত্র। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে এসব ভ্রান্ত চিন্তা তাঁর প্রজ্ঞার প্রতি ধৃষ্টতাস্বরূপ।[৫]

قد هيّؤوكَ لأمرٍ لو فطنتَ لهُ * فاربأ بنفسكَ أن ترعى مع الهملِ

৩. সুরা আল-মুমিনুন : ১১৫
৪. সুরা আল-মুমিনুন : ১১৬
৫. তাফসিরু ইবনিস সাদি : ৫৬০

'তারা তোমাকে এমন একটি বিষয়ের জন্য প্রস্তুত করেছে, যদি তুমি তা উপলব্ধি করতে! (কতই না ভালো হতো!)

সুতরাং অশ্রুতে ভাসার সে ভয়াবহ দিনটি আসার আগেই তুমি সচেতন হয়ে যাও।'

পার্থিব এই জগতে প্রত্যেক মুসলিমেরই কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে। যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। আর সে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পুরোটাই আল্লাহ তাআলার ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। ইবাদত কেবল নামাজ, রোজা ও জাকাতের মতো দ্বীনের প্রতীকস্বরূপ ইবাদতসমূহের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইবাদত শব্দটি পার্থিব এ জীবনে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মানুষের উচ্চারিত প্রতিটি উপকারী কথা বা মানুষের কৃত প্রতিটি উপকারী কাজকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'আপনি বলুন, আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ—সবই বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।'[৬]

পার্থিব কোনো কাজ হোক বা পরকালীন কোনো কাজ হোক, আল্লাহর জন্য করলে তার সবই ইবাদত বলে গণ্য হবে। তাই একজন মুসলিম জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত নিজের কাজ অব্যাহত রাখে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

আপনার জীবনের পরিকল্পনা কী হবে? কীভাবে আপনি সঠিক পরিকল্পনা করবেন? কোন মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে সম্পাদন করবেন আপনার কর্মপ্রণালি? এ সকল প্রশ্নের জবাব নিয়েই আমাদের এই পুস্তিকাটি। আল্লাহ তাআলার কাছে নেক কাজে আমাদের হায়াত বৃদ্ধির প্রার্থনা করছি।

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

৬. সুরা আল-আনআম : ১৬২

মানবজীবনে পরিকল্পনার গুরুত্ব

সালাফে সালিহিন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন অকর্মণ্য ব্যক্তিদের ধিক্কার জানাতেন। যেমন ইবনে মাসউদ রা. বলেন :

إِنِّي لَأَمْقُتُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ فَارِغًا لَا فِي عَمِلِ دُنْيَا، وَلَا آخِرَةِ

> 'কাউকে অকর্মণ্য দেখলে আমি বেজায় ক্রুদ্ধ হই। না দুনিয়ার কোনো কাজ করে, না আখিরাতের জন্য কিছু করে।'[৭]

এ আসারটি উমর রা.-এর বাণী হিসাবে প্রসিদ্ধ। তাঁর বর্ণনাটি এমন :

إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا، لا عمل دنيا، ولا في عمل آخرة.

> 'আমি তোমাদের কাউকে অকর্মণ্য দেখতে অপছন্দ করি: যে না তার পার্থিব কোনো কাজ করছে, আর না আখিরাতের জন্য কিছু করছে।'[৮]

সাফারিনি রহ. বলেন, 'سبهللا' শব্দের অর্থ, চলাফেরায় অমনোযোগী-উদাসীন। না পার্থিব কাজে মনোযোগী আর না পরকালীন কোনো কাজের প্রতি আগ্রহী। যেমনটা কামুস অভিধানে আছে, যখন কেউ উদ্দেশ্যহীন চলাফেরা করে, তখন বলা হয় 'يمشي سبهللا'।[৯] একজন উদাসীন ব্যক্তি শিক্ষার প্রতিও ব্রতী হয় না যে, কিছুটা শিখে নিল। কোনো কাজও করে না যে, সে কাজকে উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। কোনো ইবাদতেও মগ্ন হয় না যে, যেন ইবাদতের মাধ্যমে নিজের আত্মা পরিশুদ্ধ করতে পারে। নিজেকে ও নিজের পরিবারকে বাঁচাতে পার্থিব কোনো পেশাও গ্রহণ করে না সে।

---

৭. তাবারানি রহ. কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৯/১০৩

৮. জাইলায়ি রহ. বলেন, 'আমি কেবল ইবনু মাসউদ রা. থেকেই এমন বর্ণনা পেয়েছি। -তাখরিজু আহাদিসিল কাশশাফ : ২/৩৫৩।

৯. আল-কামুসুল মুহিত : س পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। লিসানুল আরব : ১১/২২৪, মাদ্দাহ : سبهل

সবকিছুতে অবহেলা তার। সময় বয়ে যায়। বছরের পর বছর চলে যায়। কত সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু সময়ের মূল্যায়ন, সময় কাজে লাগানোর চিন্তা পর্যন্ত করতে রাজি নয় সে!

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য পার্থিব এ জীবনে এক বা একাধিক পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক। কেননা, প্রত্যেকেই নিজের জীবন-যৌবনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ

'কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পা তার রবের সামনে থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না, যতক্ষণ না সে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দেয়। তার জীবন সে কোন কাজে নিঃশেষ করেছে? তার যৌবনকাল কীসে ব্যয় করেছে? কোথা থেকে সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে? যে ইলম সে অর্জন করেছে, তার কতটুকু আমল করেছে?'[১০]

মানুষকে তার সফলতার ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়। বয়সের ভিত্তিতে নয়।

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ

'আর আমি তাদের কর্ম-কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। প্রত্যেক বস্তু আমি স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি।'[১১]

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا ['তারা যা অগ্রে প্রেরণ করেছে, আমি তা লিখে রাখি।']—পার্থিব জীবনে তাদের ভালো-মন্দ আমল ও তাদের জীবনযাপনের ভালো-মন্দ অবস্থাদি আমি লিপিবদ্ধ করে রাখি। وَآثَارَهُمْ

১০. সুনানুত তিরমিজি : ২৪১৬; হাদিসটি সহিহ।
১১. সুরা ইয়াসিন : ১২

[তাদের চিহ্নসমূহ।] অর্থাৎ তাদের মাধ্যমে ভালো ও মন্দের যে নিদর্শন তাদের জীবিত থাকাকালীন এবং পরলোকগমনের পর অস্তিত্বে এসেছে; তাদের কথা, কাজ ও অবস্থা থেকে যে কর্মগুলো সম্পাদিত হয়েছে—তা আমি লিপিবদ্ধ করে রাখি।[১২]

نسبُ ابن آدم فعلُه " فانظر لنفسك في النسب

'বনি আদমের বংশপরিচয় হচ্ছে তার কর্মে। সুতরাং তুমি কাজের মাধ্যমে দেখে নাও—কী তোমার বংশপরিচয়!'

দেখে নাও, তুমি এই পৃথিবীর তরে কী করেছ? পরকালের জন্য কী প্রেরণ করেছ?

প্রত্যেকেরই উচিত নিজের কিছু নিদর্শন রেখে যাওয়া। মানুষকে তার বয়সের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয় না। কত সময় ধরে সে এ পৃথিবীতে ছিল—সে অনুযায়ী তার মর্যাদা নির্ধারিত হয় না। এমন কত মানুষ ছিল, যারা সুদীর্ঘ বয়স পেয়েছে; অথচ কোনো নিদর্শন না রেখেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আর এমন লোকও অনেক ছিল, যারা পৃথিবীতে অল্প কিছু দিন ছিলেন, কিন্তু মানুষের জন্য স্মরণীয় অনেক কিছু রেখে গেছেন।

ইমাম শাফিয়ি রহ. কত দিন বেঁচে ছিলেন? অথচ তিনি কত অবদান রেখে গেছেন! ইমাম নববি রহ. কত দিন জীবিত ছিলেন? তিনিও অল্প সময়ে কত অবদান রেখে গেছেন! শাইখ হাফিজ আহমাদ হিকামি রহ. কত দিন বেঁচে ছিলেন? কিন্তু কত কিছুই না রেখে গেছেন! এমন আরও অনেক শাইখ আছেন, যাঁরা জীবিত ছিলেন স্বল্প সময়, কিন্তু তাঁদের অবদান অগুনতি। তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের কর্ম বেঁচে আছে এখনও। তাই প্রত্যেক যুবকের বাস্তবায়নের জন্য কিছু লক্ষ্য থাকতে হবে। লক্ষ্য পূরণে কিছু পরিকল্পনা থাকতে হবে।

১২. তাফসিরুস সাদি : ৬৯২

যে নিজের জন্য কোনো লক্ষ্য স্থির করে না, তার জীবন হয় এলোমেলো, অগোছালো। সে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ নির্ণয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয় না। যে নিজের গন্তব্য সম্পর্কেই জানে না, সে কীভাবে গন্তব্যে পৌঁছবে?

আলি বিন আবি তালিব রা. বলেন :

'প্রত্যেক ব্যক্তির মূল্যায়ন হয় তার সুন্দর কর্মের মাধ্যমে।'[১৩]

আরিফগণ বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তির মূল্যায়ন নির্ধারিত হয় তার লক্ষ্য অনুযায়ী।'[১৪] এ কারণেই সবচেয়ে সত্য নাম হচ্ছে হারিস ও হুমাম।[১৫]

১৩. মুফরাদাতু আলফাজিল কুরআন : ১/২৩৬

১৪. আল-জাওয়াবুস সহিহ : ৬/৩২৯

১৫. ইমাম বুখারি রহ. কৃত আল-আদাবুল মুফরাদ : ৮১৪। হাদিসটি সহিহ। - মানুষের মাঝে প্রোথিত স্বভাবের সাথে মিলযুক্ত নাম হচ্ছে হারিস ও হুমাম। হারিস (حارث) অর্থ, যে কাজ করে। প্রত্যেক মানুষই কিছু না কিছু করে, তাই সে হারিস। হুমাম (همام) অর্থ, অনেক ইচ্ছা ও আগ্রহের অধিকারী। এ অর্থে প্রত্যেক মানুষই হুমাম। তাই এ নামদুটি মানুষের জন্য জন্য সবচেয়ে সত্য নাম। -অনুবাদক।